RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ২০, কোচবিহার, শুক্রবার, ৭ অক্টোবর -২০ অক্টোবর, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 26, Issue: 20, Cooch Behar, Friday, 7 October - 20 October, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

পূর্বোত্তর সেরা পুজোর শিরোপা পেল খাগড়াবাড়ি বুড়িরপাট সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

পার্থ নিয়োগীঃ কোচবিহারে পূর্বোত্তর সেরা পুজোর সম্মান পেল 'খাগড়াবাড়ি বুড়িরপাট সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি'। সুবর্ণ জয়ন্তী বছরে তাদের থিম ছিল চোল সাম্রাজ্য। হোগলাপাতা দিয়ে অসাধারন চোল সাম্রাজ্যের স্থাপত্ব শৈলী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এদের মন্ডপে। হোগলা পাতার সাথে কেবল বাঁশ আর কাঠ মন্ডপের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। সবচেয়ে বড়কথা মন্ডপ তৈরীর জন্য বাইরের কোন শিল্পীকে আনেনি তারা। কোচবিহার ২ নং ব্লকের শুটিং ক্যাম্প এলাকার শিল্পী লক্ষন বর্মন এই মন্ডপ বানিয়েছেন। চতুর্থীর দিন থেকেই বুড়ির পাঠের মন্ডপে মানুষের ঢল নামে। ভিড় সামলাতে ক্লাবের ভলেন্টিয়ারদের রীতিমত হিমশিম অবস্থায় পড়তে হয়। ক্লাবের সম্পাদক ডঃ সুজিত কুমার আচার্য জানান প্রথমে তাদের বাজেট ৩৫ লক্ষ টাকা থাকলেও এখন তাদের মনে হচ্ছে বাজেট ৪০ লক্ষ টাকায় পৌছে যাবে। পূর্বোত্তরের তরফে তাদের পুজো কমিটির সম্পাদক ডঃ সুজিত কুমার আচার্যের হাতে সেরা হবার ট্রফি তুলে দেন পূর্বোত্তর এর সহ সম্পাদক দেবাশীষ চক্রবর্তী। এই সম্মান পেয়ে পুজো কমিটির সকলেই যথেষ্ট আপ্লুত। একইসাথে তাদের কে সেরা পুজোর সম্মান দেবার জন্য বেছে নেওয়ায় পূর্বোত্তর কে ধন্যবাদ জানান।

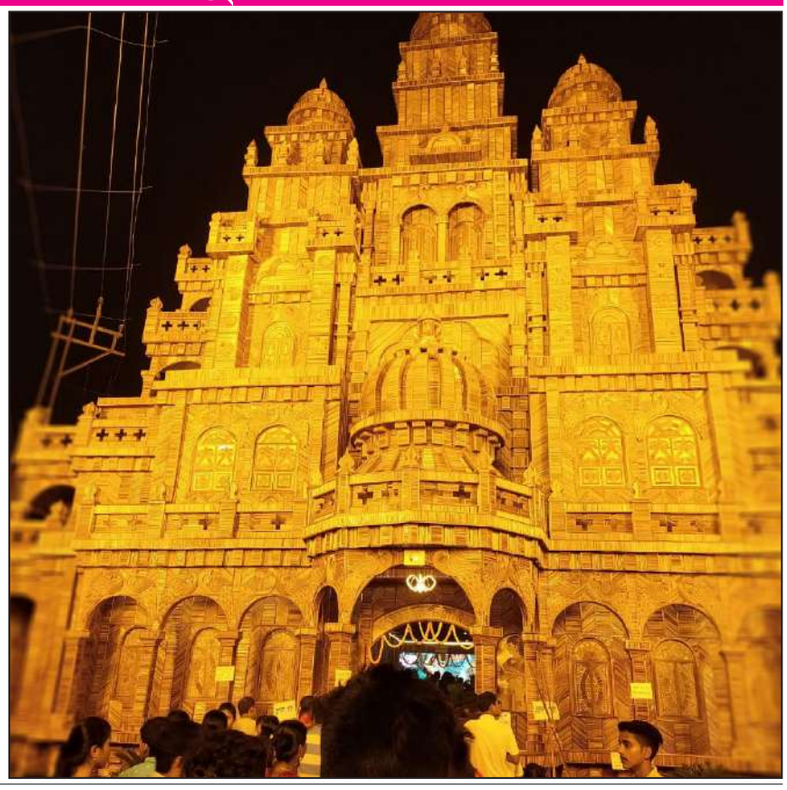

ওয়েবেল আইটি পার্কে বিদেশি মুদ্রার অবৈধ লেনদেন কান্ডে ধৃত তিন

শিলিগুড়িঃ মাটিগাড়াস্থিত ওয়েবেল আইটি পার্কের দুটি বেআইনি কল সেন্টারে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি। এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে প্রচুর মোবাইল ফোন ও সিমকার্ড। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক ও নথি। ধৃতদের নাম হল-নাসির আলি, নাজির আলি এবং আনন্দ ভগৎ। এদের মধ্যে আনন্দ দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা। বাকি দুজনের বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। এই দুজন মাটিগাড়ার একটি আবাসনে ভাড়া নিয়ে থাকত। ধৃতদের ২৩ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি মহকুমা আদলতে তুলে ১০ দিনের হেফাজতে নিয়েছে সিআইডি।

২২ সেপ্টেম্বর দুপুরে এসএসসিআইডি ডেভিড লেপচার নেতৃত্বে সিআইডি-র ১০-১২ সদস্যের একটি দল ঐ কলসেন্টার গুলিতে হানা দেয়। রাতভর অভিযান চালানোর সময় ঐ দিন মাঝরাতেই একজনকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি দপ্তরে পাঠানো হয়। এরপর ২৩ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ বাকি দুইজনকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে সিআইডি। উদ্ধার হওয়া হার্ড ডিস্ক সিআইডির ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।

ওয়েবেল আইটি পার্কে দীর্ঘদিন ধরেই এই অবৈধ কলসেন্টার চলছিল।অনেকদিন আগে থেকেই রাতের শিফটে এই কলসেন্টার গুলিতে অবৈধ কাজ হত। এখান থেকে বিদেশে ফোন করে বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার নামে প্রতারণা করা হত। এরপর প্রতারিতদের কাছ থেকে ডলার নেওয়া হত। সেই ডলার কখনও বিটকয়েনে আবার কখনও একটি বিশেষ অ্যাপের মাধ্যমে ভারতীয় মুদ্রায় পরিবর্তিত করা হত। সরকারকে কর ফাঁকি দিয়ে সরকারি আইটি পার্কে বসেই দিনের পর দিন চলছিল অবৈধ কারবার।

জি-২০ সম্মেলনে জুড়ছে শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং

শিলিগুড়িঃ ২০২৩ সালের জি-২০ সম্মেলন হতে চলেছে ভারতে। মূল অনুষ্ঠানটি দিল্লিতে হলেও এই সম্মেলনের অংশ হিসেবে দেশের বেশ কয়েকটি এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তালিকায় শ্রীনগর, কচ্ছের রণ, গোয়ার সঙ্গে শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং-এর নাম রয়েছে। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে কেন্দ্র করে উত্তরঙ্গের পাহাড়ী অঞ্চলে পর্যটনের প্রসার ঘটবে বলে মনে হচ্ছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত কিছু ঘোষণা না শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং-এ কবে কি ধরনের অনুষ্ঠান হবে সে ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি। চলতি বছরের ১ ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত জি-২০ গোষ্ঠীর সভাপতিত্ব করবে ভারত। এইসময় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ২০০টি আলোচনমূলক বিষয়ের দায়িত্বে থাকবে ভারত। এরপর সেপ্টেম্বরে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানরা দিল্লিতে একত্রিত হবেন। উল্লেখ্য, প্রথমবার দায়িত্ব পেয়ে ইতিমধ্যে সম্মেলনের প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আয়োজক দেশ হিসেবে অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই ধরনের সম্মেলনে মূলত পরিবেশ এবং জলবায়ু সম্বন্ধনীয় বিষয় গুলি গুরুত্ব পায়। কিন্তু এবার ছোট এলাকাগুলি সম্মেলনে যুক্ত হওয়ায় এই এলাকাগুলিতে পর্যটনের বিকাশ ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দার্জিলিং-এর সাংসদ ও বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্র রাজু বিস্ট বলেন, একজন সাংসদ হিসেবে আমি চাইব শিলিগুড়ি এবং দারজিলিং-এর উন্নয়ন হোক। কিন্তু সরকারিভাবে যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনকিছু ঘোষণা করা হচ্ছে ততক্ষণ এই জি-২০ সম্মেলন নিয়ে আমার কিছু বলা উচিত হবে না।

মালবাজারে হড়পায় ছন্দপতন বিসর্জনে মালনদীর জলচ্ছাসে তলিয়ে গেল আটটি প্রাণ

মালবাজারঃ বিসর্জনের দিন অর্থাৎ ৫ অক্টোবর মালবাজারের লাইফলাইন মাল নদী কার্যত মৃত্যুকূপে পরিণত হয়। মালনদী বরাবরই হড়পা প্রবণ। পুজোর কিছুদিন আগেই হড়পাবাণে একটি ট্রাক ভেসে যায়। এরপরেও বার বার প্রশাসনকে সতর্ক করা সত্ত্বেও সামান্যতম প্রস্তুতি বা নিরাপত্তার বন্দোবস্ত ছিলনা মাল নদীর বিসর্জনের ঘাটে। ফলস্বরূপ ৫ অক্টোবর রাতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় হড়পার কারণে হঠাৎই নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই লাইফ লাইন মাল নদী পরিণত হয় মৃতদেহের স্রোতে। মৃত্যু হয় প্রায় আটজনের। এদের মধ্যে আট বছরের এক শিশুও রয়েছে। মৃতেরা হলেন, তপন অধিকারী(৭২), শুভাশিষ রাহা(৬৩), রুমু সাহা (৪২), বিভাদেবী পন্ডিত (২৮), সুস্মিতা পোদ্দার (২২), স্বর্ণদীপ অধিকারী(২০), ঊর্মি সাহা(২০) ও অংশ পন্ডিত(৮)। ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে।

৫ অক্টোবর রাতেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়ে পড়ে। যাঁরা ভেসে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নদীর কিছুটা ভাটিতে গিয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে পেরেছিলেন। প্রশাসনের আনা জেসিবি কিছু লোককে ভেসে যাওয়া থেকে আটকাতে পেরেছে। আবার স্থানীয় কিছু মানুষ অনেককে উদ্ধার করেন। নইলে মৃতের সংখ্যা কত হত তা ভাবতে শিউরে উঠছেন মালবাজারের মানুষ। মনেকরা হচ্ছে নদী নিয়ন্ত্রনের অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাই ৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় হড়পার বিপদকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে তোলে। সূত্র মারফত জানা গেছে, মাল নদীতে সবসময়ই হড়পার বিপদ থাকে। কিন্তু ইদানিং

কয়েকদিন ধরেই হড়পা বেড়ে যাওয়ায় শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের কথায়, জলস্রোত বেশি থাকায় এই বছর মহালয়ার সকালে তর্পণ করতে বেশ অসুবিধা হয়। এছাড়া পুজোর ঠিক আগে ২৩ সেপ্টেম্বর হড়পার কারণে মাল নদীতে একটি ট্রাক ভেসে যায়। বরাতজোড়ে চালক ও তাঁর সহকর্মী বেঁচে যায়। একাংশের অভিযোগ, বিপর্যয়ের ঘটনাস্থলে মাল নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে বারলা নদীকে বাগ মানানোর চেষ্টার কারণে দুর্ঘটনা ভায়বহ আকার নিয়েছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ সপ্তমীর দিনও স্থানীয় কাগজে মাল নদীর ভাঙ্গনের আশঙ্কা প্রকাশিত হওয়ার পরেও কেন প্রশাসন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেনি। জলপাইগুড়ির জেলাশাসক মৌমিতা গোদরা বসু বলেন, যাবতীয় পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে ঘাট তৈরি করা হয়েছিল। পাহাড়ি নদীতে হঠাৎ জলোচ্ছাস হওয়ায় এবং স্রোতের বেগ তিব্র থাকায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘাটে উদ্ধারকারী দলও প্রস্তুত ছিল। এমনকি ঘাটে প্রশাসন, পুরসভা এবং পুলিশের আধিকারিক ও কর্মীরাও ছিলেন। অনেক মানুষকেই নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।

এক প্রতক্ষদর্শীর মতে, প্রতিবছররে মত এই বছরও পরিবার ও বন্ধুদের সাথে মাল নদীর ঘাটে গিয়েছিলাম বিসর্জন দেখতে। হঠাৎ দেখি মাল কলেজের পাশের নদীতে জলস্তর বাড়ছে। আশেপাশের সকলকে সতর্ক করে কোনমতে নদী পেরিয়ে একটি উচু টিলাতে পৌঁছে পেছনে তাকতেই বুকটা কেঁপে উঠল। কারন নদীর ওপার তখন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আর প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য তখন মাঝ নদীতে কাতারে কাতারে মানুষ।

একসময় বন্ধক রেখেছিলেন সোনা আজ তাঁর কাছে রয়েছে আশি জন কর্মচারী

কোচবিহারঃ একসময় সোনা বন্ধক রেখে শুরু করেছিলেন ব্যবসা। সেই ব্যাবসা আজ ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। তাঁর জীবন কাহিনী হার মানাবে যে কোন সিনেমার গল্পকেও। চলার পথে পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে ওঠানামার গল্প। অল্প বয়সে স্বামীকে হারিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর পথচলা। আজ যেমন তিনি নিজে দাঁড়িয়েছেন তেমনি তিনি প্রায় আশিজন মহিলা ও পুরুষকে জীবিকা অর্জনের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। এক কথায় বলতে গেলে কোচবিহার শহর তলির বাসিন্দা শুক্লা সেন যেন প্রকৃতপক্ষেই এঁদের কাছে দুর্গা রূপে প্রতিত হয়েছেন।

শুক্লা দেবীর বাড়ি কোচবিহারের খাগরাবাড়ি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার বুড়িরপাট এলাকায়। ২০১৫ সালে খাগরাবাড়িতে একটি সরকারি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে সেলাই এবং ব্যবসা করার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তিনি। তারপর কাপড় কিনে তা দিয়ে সামগ্রী তৈরি করে ব্যবসা শুরু করার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রতিবন্ধকতার কারণে সোনা বন্ধক রেখে ও কিছু টাকা ধার করে তিনি ব্যবসা শুরু করেন। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি শুক্লাকে। ধীরে ধীরে তাঁর ব্যবসা বাড়তে শুরু করে। কোচবিহার জেলার বিভিন্ন স্কুলের পোশাক তৈরি, মিড ডে মিলের অ্যাপ্রন তৈরি এমনকি আলিপুরদুয়ার জেলার কাজের টেন্ডার নিয়ে ক্যারাটের ড্রেসও তৈরি করেছেন শুক্লা দেবী। আর যখন সরকারি কাজ থাকেনা তখন নাইটি থেকে শুরু করে নানা রকমের পোশাক তৈরি করেন তিনি।বর্তমানে দিনহাটায় তাঁর নিজস্ব পোশাক তৈরির কোম্পানিও আছে। সেখানে ২০টি মেশিন আছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বহু মানুষ তাঁর অধীনে কাজ করেন। এরমধ্যে ৪০-৪২ জন পুরুষ ও ৩৪ জন মহিলা রয়েছেন।

শুক্লাদেবী জানান, তিনি শূন্য থেকে শুরু করেছিলেন। ঠিকমত ব্যবসা শুরু হওয়ার আগেই স্বামী মারা যান তারপর একবছর কোলের সন্তানকে নিয়েই কাজ চালিয়ে গিয়েছেন তিনি। শুক্লাদেবী বলেন, একটা সময় তিনি পরিবারের কাউকেই পাশে পাননি। আর এখন বহু মানুষ তাঁর সঙ্গে কাজ করছেন। প্রতি মাসে তিনি নিজে যেমন ৩০হাজার টাকা রোজগার করছেন। তেমনি অন্যদের রোজগারও মন্দ নয়। আজ তাঁর পুঁজির পরিমাণ প্রায় ১৫ লাখ টাকা।

কোচবিহারের বিগবাজেটের পুজোর ছবি

কোচবিহার শান্তিকুঠির ক্লাব

কোচবিহার নাট্যসংঘ

ভগবান দেব শর্মা ফাউন্ডেশনের তরফে সপ্তমীর সন্ধ্যায় হল বস্ত্রদান অনুষ্ঠান

পার্থ নিয়োগী: উৎসবের মরশুমে সব সব মানুষের মুখে হাসি ফুটে উঠুক। এটাই চাইতেন সমাজসেবী ভগবান দেব শর্মা। আর তার সেই ইচ্ছাকে মনে রেখেই এগিয়ে এল তারই নামাঙ্কিত ভগবান দেব শর্মা ফাউন্ডেশন। সপ্তমীর সন্ধ্যায় ভগবান দেব শর্মা ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে ধলুয়াবাড়ি শংকর ক্লাব উদ্যানে আয়োজন করা হয়েছিল এক বস্ত্রদান অনুষ্ঠানের। ভগবান দেব শর্মার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত সকলে। অনুষ্ঠানে ১৫০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই নতুন বস্ত্র পেয়ে খুশী এই দুঃস্থ মানুষেরা। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভগবান বাবুর স্ত্রী ছবি দেব শর্মা, কন্যা শুচিস্মিতা দেব শর্মা, জামাতা গৌরাঙ্গ দত্ত ও শংকর ক্লাবের কর্তা ব্যাক্তিগন।

কোচবিহারের বিগবাজেটের পুজোর ছবি

কোচবিহার দেবীবাড়ির ঐতিহ্যবাহী বড় দেবীর পুজো

কোচবিহার গুড়িয়াহাটি ক্লাব

কোচবিহার বটতলার মন্ডপ

কোচবিহার টাকাগাছের মন্ডপ

কোচবিহার এসি ডিসি ক্লাব

কোচবিহার পুরসভার ব্লাড ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে এইচআইভি রক্ত দেওয়ার অভিযোগ

কোচবিহারঃ নার্সিংহোমে ভর্তি থাকা এক মহিলাকে এইচআইভি সংক্রমিত রক্ত সরবরাহের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে কোচবিহার পুরসভার ব্লাড ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে ২০১৬ সালে। এই ঘটনার কয়েকমাসের মধ্যেই কোচবিহার পুরসভার ঐ ব্লাড ব্যাঙ্কটি বন্ধ হয়ে যায়। এখনও তা বন্ধই রয়েছে। সূত্র মারফত জানাগেছে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐ মহিলার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এখন সেই মামলা উঠেছে ন্যাশনাল কনজিউমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশনে। ফলে কোচবিহার পুরসভা কর্তৃপক্ষকে এখন সেই মামলার হাজিরা দিতে দিল্লিতে ছুটতে হচ্ছে।

কোচবিহার পুরসভা ও রোগীর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারের তুফানগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা ঐ মহিলা স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে ২০১৬ সালে কোচবিহারের কাছারি মোড় সংলগ্ন একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হন। তাঁর চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন শহরের এক বিশিষ্ট গাইনিকলজিস্ট। নার্সিংহোমে ভর্তি থাকাকালীন ঐ মহিলার চিকিৎসার জন্য রক্তের প্রয়োজন হয়। কোচবিহারের ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে ঐ মহিলার পরিবারের লোকজন রক্ত সংগ্রহ করেন।মহিলার স্বামী জানান, ব্লাড ব্যাঙ্কই ডোনার নিয়ে এসে রক্ত দেয়। এর জন্য ব্লাড ব্যাঙ্ককে সাড়ে তিন হাজার টাকা দিতে হয়। এই পেমেন্টের কোন রশিদ তারা দেয়নি। তিনি বলেন, স্ত্রীকে রক্ত দেওয়ার পর থেকে তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। এদিকে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষও তাঁকে জোর করে ছুটি দিয়ে দেয়। বাড়িতে আনার পর আরও অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনচার দিনের মধ্যেই কলকাতার এক বড় নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়। সেখানেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় এইচআইভি টেস্ট করানো হলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এদিকে মহিলার চিকিৎসায় নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক বলেন, ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে যে এসেছিল তা আমরা খতিয়ে দেখেছি। ব্লাড ব্যাঙ্কের রিপোর্ট এইচআইভি নেগেটিভ ছিল।

বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, সেইসময় কোচবিহার লোক আদালতে বিষয়টি নিয়ে মহিলার পরিবার মামলা করেন। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পুরসভা, সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে দশ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। তখন পুরসভা থেকে কেউ বিষয়টি খেয়াল না করায় পুরসভার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ কেউই জরিমানার টাকা মেটায়নি। এরপর রোগিণীর স্বামী ন্যাশনাল কনজিউমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশনে অভিযোগ করেন। ১৯ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে তার শুনানির দিন পড়েছে। তাই হাজিরা দিতে পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার ও ফিন্যান্স অফিসার দিল্লি গিয়েছেন।

পূর্বোত্তর সেরা পুজোর পুরস্কারের ট্রফি খাগড়াবাড়ি বুড়িরপাট সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সম্পাদক ড: সুজিত কুমার আচার্যের হাতে তুলে দিচ্ছেন পূর্বোত্তর এর সহ সম্পাদক দেবাশীষ চক্রবর্তী

সেলাই মেশিন বসিয়ে গ্রামেই বস্ত্র কারখানার মালিক এক সময়ের ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়া শ্রমিকরা

কালিয়াচকঃ গ্রামের মহিলা থেকে পুরুষ সবাই ব্যস্ত কাপড় সেলাই করতে। গ্রাম জুড়ে রয়েছে ছোট থেকে বড় কাপড়ের কারখানা। গ্রামের প্রায় ৯০ শতাংশ মহিলা ও পুরুষ সেখানে দিনরাত কাপড় সেলাই করতে ব্যস্ত। আর তাঁদের সেই সেলাই করা কাপড় চল যাচ্ছে ভিন জেলায় এমনকি ভিন রাজ্যেও। কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের গয়েশবাড়ি, সুজাপুর, চাষপাড়া সহ বেশ কিছু গ্রাম এখন যেন মিনি ম্যানচেস্টার।

একসময় কাজের খোঁজে এইসব গ্রামের ছেলেরা ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতেন। সেখানে বিভিন্ন কারখানায় কেউবা কাটিং মাস্টার আবার কেউবা সেলাইয়ের কাজ করতেন। সেখান থেকে কাজ শিখে সেইসব শ্রমিকরাই এখন কালিয়াচকের বিভিন্ন কাপড় কারখানার মালিক। আগে তাঁরা বাড়ি আসার সময় জামা, নাইটি, চুড়িদার সহ নিত্যদিনের পোশাক বাইরে থেকে এনে বিক্রি করতেন। আর এখন এই সমস্ত পোশাক ছাড়াও লেঙ্গিস, শীতের পোশাক, বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের পোশাক এমনকি লেহেঙ্গাও তৈরি হচ্ছে এখানে। এই সমস্ত পোশাক বিক্রি করে উপার্জনও ভালোই হচ্ছে। একসময়ে অভাবের সংসারে অর্থের যোগান করতে যেখানে ভিন রাজ্যে যেত গ্রামের বহু শ্রমিক। এখন সেই প্রবণতা অনেকটাই কমেছে।

বাড়ির ছাদে চালি উঠিয়ে সেখানেই দু-চারটে মেশিন লাগিয়ে তৈরি হয়েছে কারখানা। আবার কেউ বাড়ির বারান্দায় বা ছোট্ট দোকান ঘরে মেশিন বসিয়ে সেলাইয়ের কাজ করছেন। গ্রামে ঢুকলেই শোনা যায় সেলাই মেশিনের আওয়াজ। গ্রামবাসী ইনামুল হক, রুবেল শেখ বলেন, সরকার যদি এই ক্ষুদ্র গ্রামীণ শিল্পকে উৎসাহ দানের মাধ্যমে আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও সহজ কিস্তিতে ঋণদানের ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে আর্থিক উন্নয়নের সাথে গ্রামের চেহারাই বদলে যাবে।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় কলেরপাড় সার্বজনীন দুর্গোৎসব পুজা কমিটি সংবর্ধনা দিল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিক্ষারত্ন প্রাপক প্রিয়তোষ সরকার মহাশয়কে

প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি খুইয়ে জীবনযুদ্ধে জেরবার আকাশ

মেখলিগঞ্জঃ বাড়ি থেকে বের হওয়াই দায়।বাইরে থেকে বের হলেই চারদিক থেকে টিপ্পনী ভেসে আসে ভুয়ো টিচার বলে। একসময় শিক্ষকতা করতেন আকাশ(পরিবর্তিত নাম)।কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশে এখন আর চাকরি নেই। হাইকোর্টের আদেশে রাজ্যের যে ২৬৯ জন প্রাথমিক শিক্ষক চাকরি খুইয়েছেন আকাশ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সুপ্রিম কোর্টে চাকরি ফিরে পাবার জন্য আবেদনের পরিকল্পনা করেছে ঠিকই কিন্তু এব্যাপারে তারা তেমন আশাবাদী নন। তাই বাধ্য হয়ে দোকান খুলেছে আকাশ। কোচবিহার জেলার কুচলিবাড়ির কাছে ধাপরাহাটে একচিলতে ঘরে শাড়ি-গামছার পসরা সাজিয়ে বসিয়েছেন বিক্রির আশায়।

এই বিড়ম্বনা শুধু আকাশের নয়। এই সমস্যা রাজ্যের ২৬৯ জন প্রাথমিক শিক্ষকের।এঁদের মধ্যে ৭৩ জন উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। যার মধ্যে কোচবিহার জেলার রয়েছে ৩০জন। এদের মধ্যে ১২জন চাকরি পেয়ে নানা কাজের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে লোণ নিয়েছিলেন। এখন তাঁরা জানেননা সেই লোন কি ভাবে শোধ হবে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ১৩জুন ২৬৯ জন প্রাথমিক শিক্ষক চাকরি হারিয়েছেন তাঁদের সেই শূন্য পদে এখনও পর্যন্ত ১৮৫ জন নিযুক্ত হয়েও গিয়েছেন। ফলে চাকরি ফিরে পাওয়ার আশা দিন দিন আরও কমে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১৭-তে প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি পেয়েছিলেন তিনি।

দিনের বেশিরভাগ সময়টা তাঁর কাটে ৩ ফুট বাই ৬ফুটের দোকান ঘরটিতে। অল্প পুঁজিতে ব্যবসা শুরু করলেও কোনমতে ডালভাতের সংস্থান হয়। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিনিয়ত দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে তাঁদের।

কোচবিহারের মত উত্তরবঙ্গের আরেক জেলা উত্তর দিনাজপুরে ৮০ জনের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। এঁদের গড়ে দশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল।

প্রকোপ বাড়ছে ডেঙ্গির, এবার নয়া উদ্যোগ নবান্নের

নিউজ ডেস্ক: এখনও কমেনি করোনাভাইরাসের চোখরাঙানি। বিশ্বজুড়ে রীতিমতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে করোনা মহামারীর সংক্রামক ভাইরাস। এরই মধ্যে আবার নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে ডেঙ্গু। নতুন করে বাড়তে থাকা ডেঙ্গু চিন্তা বাড়াচ্ছে বঙ্গবাসীর। রাজ্যের একাধিক জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা বিগত কয়েকদিনে বেড়েছে বলে খবর। ধীরে ধীরে আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে এই ডেঙ্গি।

এই প্রেক্ষিতে বেড়েছে প্যারাসিটামল কেনার ঝোঁক। তাই ডেঙ্গির প্রকোপ রুখতে কারা কারা এই ওষুধ কিনছে তার দিকে নজর রাখতে চাইছে নবান্ন। তথ্য বলছে, শেষ কয়েকদিনে রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে প্রায় ১৫ হাজার। এই অবস্থায় অনেকেই জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল কিনছেন। এই প্রেক্ষিতে সরকার জেনে নিতে চাইছে কোথাও কেউ ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন কিনা।

বিভিন্ন জেলায় ওষুধ বিক্রেতাদের কাছে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেউ দোকানে জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল কিনতে এলে সেই ক্রেতার নাম, ঠিকানা নিয়ে রাখতে হবে। বিশেষত ডেঙ্গিপ্রবণ জেলায় এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সামনেই পুজো, তাই তার আগে যাতে ডেঙ্গির বৃদ্ধি মাত্রাতিরিক্ত না হয়ে যায় সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ।

ডেঙ্গির প্রাথমিক উপসর্গ দীর্ঘদিন জ্বর এবং রক্তে প্লেটলেট কমে যাওয়া। কিন্তু সম্প্রতি এমন চিত্র ধরা পড়েছে রাজ্যে যে, রোগীদের জ্বর থাকছে না, প্লেটলেটও কমছে না। অথচ অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাচ্ছে রক্তে। অনুমান করা হচ্ছে, ডেঙ্গির জীবাণু রূপ বদলেছে। আর তাকেই চিকিৎসার পরিভাষায় বলা হচ্ছে 'ডেন থ্রি'।

তুফানগঞ্জে গুণীজন সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

পার্থ নিয়োগীঃ তিতাস চ্যারিটেবল ট্রাস্ট সবকিছুর উর্দ্ধে উঠে সার্বিক সমাজসেবায় নিয়োজিত এক সংস্থা। বছরের ৩৬৫ দিনই তিতাসের তরফে অসহায় মানুষের জন্য কিছু না কিছু কাজ করা হয়। শারদ উৎসবের মরশুমে দুঃস্থ, গরীব মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে আবারও এগিয়ে এল তিতাস চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। শুধুমাত্র দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্রদান করতে নয়। তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উৎসবের মূল স্রোতে নিয়ে আসতে গত ১৭ সেপ্টেম্বর তুফানগঞ্জ কমিউনিটি হলে এক সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন সমাজের বিভিন্নক্ষেত্রের বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা গুণী মানুষকে তিতাসের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাধব চন্দ্র অধিকারী। ১৬৮ জন জন দুঃস্থ মানুষের হাতে সংস্থার তরফে তুলে দেওয়া হয় নতুন বস্ত্র। অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্নক্ষেত্রের প্রথিতযশা ব্যাক্তিদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সেইসাথে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তিতাসের এদিনের অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে অর্থবহ।

দুর্গোৎসবের উদ্বোধন করলেন শিক্ষারত্ন প্রিয়তোষ সরকার

পার্থ নিয়োগীঃ কোচবিহার জেনকিন্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা শিক্ষারত্ন প্রাপক শিক্ষাবিদ প্রিয়তোষ সরকার ফিতে কেটে ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় উদ্বোধন করলেন কলেড়পাড় সার্বজনীন দুর্গোৎসব পুজা কমিটির পুজো। একটা সময় এই কলেরপাড়ের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। ফলে স্বভাবতই নিজের শৈশব, কৈশোরের দিন কাটান স্থানের পুজো উদ্বোধনে এসে নস্টালজিক হয়ে পরেন তিনি। এদিন কলেরপাড় দুর্গোৎসব পুজো কমিটির তরফে তাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। আয়োজক পুজা কমিটির তরফে প্রিয়তোষ বাবুকে উত্তরীয় দিয়ে ও স্মারক মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি কলেরপাড় এলাকায় তার শৈশবের দিনগুলির স্মৃতিচারনা করতে গিয়ে নিজের এই এলাকার বন্ধুদের কথা উল্লেখ করেন। একই সাথে নিজের শৈশবের দিনের কথা বলতে গিয়ে আজকের শিশুদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন। বর্তমান সময়ের শিশুদেরও বন্ধুদের নিয়ে একসাথে খেলা, সাতার কাটা কিংবা বেড়াবার দরকার আছে তার গুরুত্ব তিনি উল্লেখ করেন। এদিনের পুজো উদ্বোধন উপলক্ষে কলেরপাড় পুজা কমিটির তরফে ১০০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

সম্পাদকীয়

দোষী কে?

দীর্ঘ দুবছরের অতিমারির প্রভাব কাটিয়ে এবারের পুজোর আকর্ষণ ছিল স্বাভাবিক ভাবেই বেশি। কিন্তু দেবীপক্ষের প্রথম দিনেই ঘটল বিপর্যয়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পঞ্চগড়ে করতোয়া নদীতে মহালয়ার ভোরে নৌকাডুবিতে প্রান হারালেন ৬০ জন। যাদের অধিকাংশ রাজবংশী সম্প্রদায়ের। সেদিনের করতোয়া ছিল জলে পরিপূর্ণ। স্বাভাবিক ভাবেই তর্পনের জন্য করতোয়ার পারে সেদিন প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছিল। ভরা নদীতে নৌকাতে যে সংখ্যার যাত্রী ওঠার কথা। তার বহুগুন বেশী যাত্রী সেদিন নৌকাতে উঠেছিল। কিন্তু নৌকার মাঝি এত মানুষ কে উঠতে দিলেন কেন? এই প্রশ্নের পাশাপাশি উঠে আসছে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকার কথাও। আর নৌকায় ওঠা মানুষ দের মধ্যে কারও মনে এত লোক ওঠায় নৌকা যে ভারসাম্য হারাতে পারে এই ভয়াবহতার কথা একবারের জন্যেও মনে আসেনি? ঠিক একই অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের মালবাজারের দশমীর বিসর্জনের সময় হরপা বানের ঘটনার ক্ষেত্রেও।পাহাড়ে বৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। ফলে হরপাবানের একটা সম্ভাবনা ছিল। তা সত্বেও বিসর্জন করতে আসা মানুষ কে কেন মাঝখানে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল? যেখানে কয়েকদিন আগেই এই নদীর মাঝখানে গিয়ে হরপা বানে ডুবে গিয়েছিল একটি ট্রাক। তারপরেও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এর লোক সংখ্যায় নামমাত্র ছিল কেন? প্রশ্ন জাগছে সেচ দপ্তরের কন্ট্রোল রুম কেন সেদিন বন্ধ ছিল? অভিযোগ মালবাজার পুরসভার পুরপতির দিকেও। কেন তিনি বড় বড় বোল্ডার দিয়ে নদীর গতিপথকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন? সেসাথে পাহাড়ে ব্যাপকভাবে গাছ কাটায় পাহাড়ি নদীতে হরপা বানের সংখ্যাও বেড়েছে বহুগুন। ফলে বিসর্জনে আসা স্থানীয় মানুষের মধ্যেও অনেকে এই ব্যাপারটা ভাল করেই জানত। তবুও জীবনের ঝুকি নিয়ে তারা মাঝনদীতে কেন গিয়েছিল? পঞ্চগড় থেকে মালবাজার দেবীপক্ষের শুরু আর শেষের দিন দুই বাংলার উত্তরাঞ্চলের দুই নদীতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা নিয়ে কে দোষী? এই নিয়ে কাটাছেড়া করতে যখন আমরা সকলেই ব্যস্ত। তখন একটাই উত্তর আসে। আসল দোষী আমরাই। কারন আমরা কেউই ঠিকঠাক আমাদের দায়িত্ব পালন করিনি।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার,দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

"বিজ্ঞাপন"

-ডাক্তার আব্দুর রহিম

আমার একজন বন্ধু চাই-
আপনি হবেন
তুমি হবে
তুই কি হবি?
ব্লটিং পেপারের মতো
আমার কষ্টগুলো
শুষে নিবি?
আমার একজন ভালোবাসার
মানুষ চাই-
আপনি হবেন
তুমি হবে
তুই কি হবি?
এই মেয়ে
আমাকে নিয়ে আকাশে
ঘর বাঁধবি?

প্রবন্ধ

দশমীর দশকথা

অতনু বর্মন

দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ--এই দশজন মানে সর্বজন। সর্বজনের মঙ্গলেই সর্বজনীন। আগে কিন্তু ছিল পঞ্চজন। পাঁচজনের অভিমত থেকেই এসেছিল পঞ্চায়েৎ, ইংরেজি কেতার অনুসরণে ক্রমে তা দশজনে গিয়ে ঠেকেছে। ঠেকাটাই স্বাভাবিক। এককের পরেই তো দশক। শতক সহস্র অনেক বড়ো ব্যাপার, তুলনায় দশকর্ম অনেকটাই বারোয়ারি।

রামচন্দ্র অকালবোধনে যে দেবীকে আবাহন করলেন তিনি দশভূজা, আর যাকে বধের কারণে এই আয়োজন তিনি দশানন। দশচক্রে ভগবানও ভূত হয়, সুতরাং এই ধারাবাহিকের অন্তিমে আমারও যে দশদশা ঘটতে চলেছে তাতে আর বিচিত্র কি !

দশদিকে ধাবিত হচ্ছে শুভ বিজয়ার কল্লোল। যাঁকে কেন্দ্র করে এই বিপুল আয়োজন সেই দশভূজাও যে দশমহাবিদ্যায় মন্ডিত। কালী-তারা-ষোড়শী-ভুবনেশ্বরী-ভৈরবী-ছিন্নমস্তা-ধূমাবতী-বগলা-মাতঙ্গী-কমলার মিলিত রূপ দেবী মহামায়া। মাতৃপূজা ছিল একান্তই অনার্য সংস্কৃতি, তথাকথিত আর্যদের উপাস্য কোন নারী ছিলনা কোনকালেই । সেখানে ইন্দ্র-চন্দ্র-সূর্য-অগ্নি-বরুণের আধিপত্য। দেবী নয়, দেবতাই ছিল সর্বশক্তিমান। ভূ ভার হরণের জন্য তিনিও অবতীর্ণ হতেন দশ অবতারে। পিতৃপূজক সেই দেশে ক্রমে এলেন জননী, দশমাস দশদিনের দীর্ঘ মমতায় যিনি সৃজন করেন প্রাণের, তিনিই তো ঈশ্বরী। দশমী সূত্রেই আজ দশকথার ভিড়।

মানুষের কামনা বাসনাও দশেই আবদ্ধ। অভিলাষ-চিন্তা-স্মৃতি-উদ্বেগ-প্রলাপ প্রভৃতি দশাগুলির প্রায় সমস্তই দুর্গা পুজোয় বাঙালী প্রাপ্ত হয়ে থাকে। হায় কী দশা ! মানব জীবনও যে দশের গন্ডীতে বাঁধা। সূচনা গর্ভবাসে, তারপর ক্রমে জন্ম-বাল্য-কৌমার-পৌগন্ড-যৌবন-স্থাবির্য্য-জরা-প্রাণরোধ প্রভৃতি অতিক্রম করেই আসে বিনাশ। ভবলীলা সাঙ্গ । দশাশই প্রবল পরাক্রমী মানুষটিও শেষদশা অর্থাৎ দশদশায় এসে হয়ে পরে জীর্ণ। দিনের শেষে ঘুমের দেশে সে তখন অন্তরবির মতোই তেজশূন্য। ষষ্ঠীর বোধন থেকে ক্রমে সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী অতিক্রম করার পর দশমীও যেন সেই বিদায়-সন্ধার আরতি।মন বলে 'যেতে নাহি দিব' তবু 'যেতে দিতে হয়' এই ভরসায় যে, ' আসছে বছর আবার হবে।'

আশ্বিনের শুক্লা দশমী তিথির এই দিনটিতে দেবী বিসর্জিত হন পুনরায় আগমনের আশ্বাস দিয়েই। বিদায় দিয়েও এ যেন বিদায় নয়, এ এক বিজয়দিবস। মানুষ বিশ্বাস করতো মহাশক্তির নিরঞ্জনের এই দিনটি জয়লাভের উপযুক্ত মুহূর্ত, তাই যুদ্ধযাত্রার জন্য বেছে নেওয়া হতো দশমীকেই। এই দিন এনে দেবে বিজয় এই বিশ্বাস থেকেই দশমী হয়ে উঠল বিজয়াদশমী। বিজয়া তাই শোকের নয়, বিজয়োৎসবের দিন। অনাগত অথচ অবধারিত বিজয়ের স্বপ্নে পরস্পর আলিঙ্গনের সুচারু মুহূর্তে আসুন একবার মরে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াই।

প্রবন্ধ

ঘুম

---মানস চক্রবর্তী

তারপরেই আবার দ্রুতলয়ে ড্রামের আওয়াজ ফিরে আসে।কিন্তু কিভাবে স্মৃতি প্রখর হয় ?

বোঝার সুবিধার জন্য ধরে নেওয়া যাক আমাদের মাথার তথ্যগুলো একটা বইয়ের লাইব্রেরীর মতো। অতীত স্মৃতিগুলো বইয়ের আলমারির তাকে থরে থরে সাজানো। নতুন স্মৃতিগুলো দরজার কাছে বসে থাকা লাইব্রেরিয়ান এর সামনের টেবিলে এলোমেলোভাবে রাখা। আমাদের লাইব্রেরির নিয়ম যে সঠিক সময়ে যদি এই এলোমেলোভাবে রাখা বইগুলো বইয়ের তাকে না ওঠে তাহলে পরের দিন হাউসকিপিং স্টাফ এসে এগুলো কে আবর্জনা ভেবে ফেলে দেবে। এদিকে আমাদের লাইব্রেরিয়ান শুধুমাত্র কাজ করতে পারেন যখন ড্রামের আওয়াজ খুব ধীর শান্ত গতিতে চলে। ড্রামের আওয়াজ যতক্ষণ ধরে শান্ত ধীর হবে তত বেশি বই সাজাতে পারবেন আমাদের গ্রন্থাগারিক। অক্লান্ত পরিশ্রম আর পাগলের মতো বই সাজানো চলতে থাকে আমাদের মস্তিষ্কে – ঠিক যখন আমরা ভাবি – আমরা বোধয় 'ঘুমিয়ে'।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঘুমের মধ্যে একটা খুব ছোট কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের তাৎক্ষণিক দৈনন্দিন স্মৃতিগুলো অতীত স্মৃতির সাজানো তাকে যাওয়ার সুযোগ পায়। ঘুম কম হলে বা স্ট্রেস থাকলে এই ধীরলয়ে দামামা বাজানোর যে প্রক্রিয়া (slow beat sleep) সেটা বন্ধ হয়ে যায় বা আরো সংক্ষেপ হয়ে যায়। তাই আমাদের নতুন তথ্য মনে রাখার ক্ষমতা হয়ে যায় অকেজো। বুঝতেই পারছেন যে পরীক্ষার সময় যথেষ্ট ঘুম দরকার। না ঘুমিয়ে পরীক্ষা দিতে গেলে স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। এখানেই শেষ নয়। আমাদের মস্তিষ্ক (ব্রেইন) ও পিঠের স্নায়ুকুলা (সুষুম্না কান্ড বা স্পাইনাল কর্ড) একধরণের রস বা সেরিব্রো-স্পাইনাল ফ্লুইড এর মধ্যেই ভাসতে থাকে। এই স্লো বিট ঘুমে স্নায়ুকোষ এই সেরিব্রো-স্পাইনাল ফ্লুইডে ভালোভাবে স্নান করে নেয় যাঁতে মস্তিষ্ক এবং সুষুম্না কান্ডের মধ্যে জমে থাকা নানারকম ক্ষতিকারক রাসায়নিক বেরিয়ে চলে যায় আর আমাদের মস্তিষ্ক হতে পারে শুদ্ধ। কি সাঙ্ঘাতিক !

আবার জানা গেছে কিছু কিছু স্নায়ুরোগে যেমন ডিমেনশিয়া বা অ্যালজাইমারস ধরনের সমস্যায় লাইব্রেরিয়ানের কাজ করা এতটা সংক্ষেপ হয়ে যায় যে নতুন বই গুলো আর তাকে উঠতেই পারে না বরং পুরনো বইগুলো আস্তে আস্তে লাইব্রেরি থেকে হাওয়া হয়ে যায়। অল্প পুরোনো বইগুলো আগে দ্রুত মিলিয়ে যায় আর অনেক পুরোনো বইগুলো থুড়ি স্মৃতি গুলো তাও কিছুদিন থাকে। তাই কিছু কিছু স্নায়ুরোগে দেখা যায় যে সেই মানুষের আশ্চর্যজনকভাবে সুদূর অতীতের যেমন ছোটবেলাকার কথা মনে থাকলেও, যে ঘটনা সদ্য হয়েছে সেই তথ্য অনেক সময় তার মনেই থাকেনা।

গবেষণা আমাদের বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে কম ঘুমোলে ব্লাড প্রেসারের সমস্যা, স্ট্রেস, ডায়াবিটিস থেকে শুরু করে হার্ট ফেইলিওর এর সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে। বাড়ছে ক্যান্সার। বেড়ে যাচ্ছে মোটা হবার প্রবণতা। লন্ডনের পাতালরেল শিফট এ কাজ করা রাতের কর্মীদের ওপর সারি য়ুনিভার্সিটি র তদন্তে জানা যাচ্ছে ঘুমের সময় ওলোটপালোট হয়ে গেলে ক্যান্সার হবার ঝুঁকি বাড়ছে। ভণ্ডুল ঘুমের প্রভাব মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যায়। এমনকি মানুষের আণুবীক্ষণিক কোষস্তরে গিয়ে ক্রোমোসোম / জিনের কার্যক্ষমতা (gene expression) চৌপাট করে দিতে পারে ঘুমের অভাব।এসব শুনে ভয় না পেয়ে বরং ঘুম নিয়ে সচেতন হন । আপনি যদি ভাগ্যবান হন এবং রাতে ছ- সাত ঘন্টা ঘুমের সুযোগ পান – তার সদ্ব্যবহার করুন। না, অফিসের কাজ আছে বলে ঘুমোতে পারি না, একটু রাত জেগে ওয়েব সিরিজ দেখলে কীই বা এমন ক্ষতি হবে – দয়া করে এসব বলবেন না। এক দিন , দু দিন , এক হপ্তা চলতে পারে। অন্তত মাসের পর মাস বলবেন না। ঘুমকে যথাযথ সম্মান না দিতে পারলে ঘুম তার প্রতিহিংসা একদিন চরিতার্থ করবে। করবেই।

তবে অনেকেই ততটা ভাগ্যবান নন। তাঁদের ইচ্ছে থাকলেও ঘুম আসেনা। ঘুম এলেও ঘুম থাকে না। তাই সচেতনতাকে আতঙ্কে পর্যবসিত করে ফেলা উচিত নয়। তাঁদের সম্মান জানিয়ে দু কথা বলি। সারাক্ষন 'ঘুম হচ্ছে না' , 'ঘুম হচ্ছে না' ভাবলে আরো বেশি শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাই দরকার ঘুম সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা পাল্টাবার । একঘুমে রাতকাবার না হলে অনেকেই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু এটাকে বোধহয় অসুখ বলে ভাবার কারণ নেই।

নির্ঘাত এতক্ষনে আপনি মনে মনে ভাবছেন রাতে মোবাইল আর টিভি দেখার অভ্যাসটা না বদলালেই নয়। কিন্তু মানুষের ঘুমের অভ্যাসকে সুপরিকল্পিত ভাবে বদলে দেওয়া হয়েছে শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে। এক ঘুমে রাত কাবার –এই ধারণার জন্ম সেই সময়েই। চলুন ঘুম নিয়ে পেছনে ফিরে তাকাই।

পৃথিবীর বয়স পঁয়তাল্লিশ কোটি। মানুষের বয়স পঁচিশ লক্ষ বছর। ইদানীংকালের সাড়ে-তিনশো বা চারশো বছর বাদ দিলে, বাকি প্রায় চব্বিশ লক্ষ সাড়ে নিরানব্বুই হাজার বছরই মানুষ ঘুমিয়ে এসেছে প্রায় সারা রাত। এই ঘুমও কিন্তু একনাগাড়ের ঘুম ছিলনা। রাতের ঘুম বেশিরভাগ সময়ই দ্বিখন্ডিত বা ত্রিখন্ডিত ঘুম ছিল। দ্বিখন্ডিত ঘুমের অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায় ইতিহাস ঘাটলে।আধুনিক ঘুমের অভ্যাস যে কতটা কৃত্রিম সেটা নিয়ে সবচেয়ে বড়ো বোমা ফাটিয়েছেন আমেরিকার ভার্জিনিয়া টেক ইউনিভার্সিটি র গবেষক রজার ইকার্শ। দেড় দশক ধরে ইতিহাসের পাতা তন্ন তন্ন খুঁজে তিনি যা পেয়েছেন তা রাতেরঘুম কেড়ে নেবার জন্য যথেষ্ট। এর পর সারা পৃথিবী জুড়ে যা গবেষণা হয়েছে তা ঠারেঠোরে ইকার্শ এর গবেষণাকেই মান্যতা দেয়। যবে থেকে ঘুমের ছন্দ কে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভেবে লিপিবদ্ধ করেছে প্রায় তবে থেকেই আমরা দেখেছি মানুষের ঘুম কখনোই একঢালা ছিল না। রাতে পূর্বপুরুষরা ঘুমোতেন কয়েক ঘন্টা। তারপর খানিকটা জেগে। তারপর আবার কয়েক ঘন্টা ঘুম। মাঝের জাগরণের সময়ে গেরস্থালির কাজ থেকে ধ্যান, যৌন সম্পর্ক থেকে শুরু করে প্রতিবেশীর বাগান থেকে আপেল চুরি সবই চলত। হোমারের ওডিসি থেকে নাইজিরিয়ার প্রাচীন জনজাতির নৃতত্ব গবেষণায় তার প্রমান মেলে।

দ্বিখন্ডিত নিশি-ঘুম আমাদের মজ্জায় মজ্জায়। চব্বিশ লক্ষ সাড়ে নিরানব্বুই হাজার বছরের অভ্যাসকে আমরা জোর করে পাল্টে ফেলতে শুরু করলাম আজ থেকে মাত্র সাড়ে তিনশো বছর আগে। যে রাতের উপরে একচেটিয়া দখল ছিল চোর এবং দেহ ব্যবসায়ীদের, সে রাতের উপরে মানুষের দখলদারি শুরু হলো প্যারিসে। 1667 সালে প্যারিসে জ্বললো প্রথম রাস্তার আলো। সাধারণ নাগরিকরা আরো রাত পর্যন্ত কাজ করার এবং সুস্থভাবে রাস্তায় বেরোনোর আরো সুযোগ পেলেন। শোনা যায় রাতের অপরাধ জগত কে সংকুচিত করে তোলার লক্ষ্যেই প্যারিসে রাস্তার আলো জ্বলতে শুরু করে। অপরাধের মাত্রা কমে ছিল কিনা জানা নেই তবে হাস্যকর ভাবে পিক পকেট এর সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে যায়। তার কারণ, রাতে তখন মানুষের জমায়েত শুরু হলো। সে যাই হোক, মানুষ কিন্তু পেল অনেকটা সময় কাজ করার সুযোগ।

(চলবে)

বই রিভিউঃ মুকুর সাহিত্যের এক নতুন দিশা

পার্থ নিয়োগীঃ গত দুই বছর করোনা অতিমারির জন্য সবকিছুর মত থমকে গিয়েছিল সাহিত্য চর্চাও। বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেক লিটল ম্যাগাজিন। কিন্তু সুমনের সেই ' হাল ছেড়না বন্ধু' গানটির এই লাইন অনেক লিটল ম্যাগাজিনের মূলমন্ত্র। তাই তারা শত প্রতিবন্ধকতা কে জয় করে ফিনিক্স পাখির মত বেচে ওঠে। এমনই এক সাহিত্য পত্রিকা হল জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত 'মুকুর'। সম্প্রতি তাদের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল। বই এর প্রথম পাতা উল্টাতেই চোখে আসে মুকুর পত্রিকা গোষ্ঠীর ইতিবাচক কথামুখ। অতিমারির সময় পার করে সাহিত্যের প্রতি অঙ্গীকার থেকে তাদের এই তৃতীয় সংখ্যার প্রকাশ অন্যদেরও পথ দেখাবে। তিনজন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাবিদের শুভেচ্ছাপত্র মুকুরের দায়িত্ব যেন অনেকটাই বাড়িয়ে দিল। শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ উদয় রতন মুখার্জী তার শুভেচ্ছা বার্তায় মুকুরের পথচলা শুরুর দিনের কথার পাশাপাশি আগামীতে মুকুর কে নিয়ে তার আশার কথাও লিখেছেন। ময়নাগুড়ি কলেজের অধ্যাপক স্বর্ণজিৎ ভদ্র তার শুভেচ্ছা বার্তায় গুটিকয় অত্যুৎসাহী নবীন চিন্তাধারার ফসল বলে উল্লেখ করেন 'মুকুর' কে। মোট ১৪ টি কবিতা আছে এই সংখ্যায়। প্রথমেই চোখে পড়ে সদ্য প্রয়াত অশোক রায় প্রধানের কবিতা 'আতঙ্ক'। ভাল লাগে সৌমিতা দেব, মৃণালিনী বর্মনের কবিতা। 'ঠিক কতটুকু সাঁতারই বা বাকি' এই লাইনের মধ্যে দিয়ে অধ্যাপক ভগীরথ দাস তার ইআস্ কবিতায় পাঠকের সামনে যেন প্রশ্ন ছুরে দিয়েছেন। রঞ্জিত কুমার বর্মনের 'ছোবান মিয়াঁর ঘাট' কবিতা বেশ লাগে। মলয় চক্রবর্তীর 'সুকান্তের প্রতি' ও অনীশ ঘোষের ' ছায়ার শহর' এক অন্য অনুভূতি আনে। কবিতার পাশাপাশি ১২ টি গল্পও আছে এবারের সংখ্যায়। প্রথম গল্প দীপক সাহার 'শখ'। উত্তরের অন্যতম নদী তিস্তাকে নিয়ে গল্পের ছলে মৈত্রেয়ী সেনগুপ্তর গল্প 'তিস্তা' আমাদের আক্ষরিক অর্থে যেন তিস্তা কে নিয়ে আমাদের সতর্ক করে দিতে চেয়েছে। ছোট গল্পের মধ্যে কোয়েল দাশগুপ্তের 'অতৃপ্তি' এবং লক্ষ্মী বিশ্বাসের 'বিলাসিতা' সুখপাঠ্য। এছারা সুকন্যা সাহা,প্রত্যুষ বক্সী , আজমীর হোসেন এর গল্পগুলোও বেশ। সুস্মিতা দাসের প্রচ্ছদ ভাবনাটাও প্রশংশনীয়। ভাস্বতী রায়ের অলঙ্করণ সত্যিই বাহবাযোগ্য। সবশেষে অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য মুকুরের সম্পাদক বাপি দাস এর।

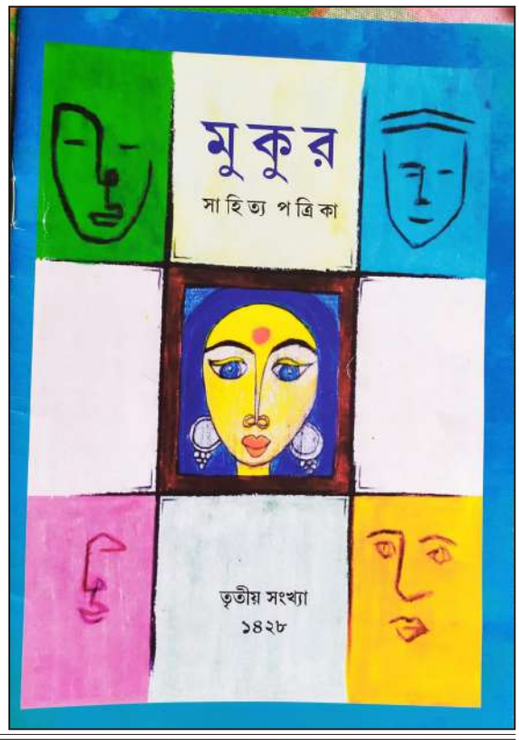

দিনহাটা কলা মন্দির অঙ্কন চর্চা কেন্দ্রের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গুণীজন সংবর্ধনা

গত সন্ধ্যায় (২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২) দিনহাটায় বকলম সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে নীরজ বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার পেলেন প্রবীণ সাংবাদিক অরবিন্দ ভট্টাচার্য

বিবর্তন সম্মাননা ২০২২ পেলেন বিবৃতি পত্রিকার সম্পাদক দেবাশীষ দাস

বিবৃতি পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশের ছবি

উদার আকাশ ঈদ-শারদ উৎসব উদ্বোধনে করলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি তথা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য গৌতম পাল

পার্থ নিয়োগী: উদার আকাশ ঈদ-শারদ উৎসব সংখ্যা ১৪২৯ উদ্বোধন করলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক গৌতম পাল। ১৫ অক্টোবর কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্যের কার্যালয়ে উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি গৌতম পাল-এর হাতে তুলে দিলেন। সমাজকল্যাণে ও শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নতুন সভাপতি ড. গৌতম পাল।

এদিন সুস্থ সমাজ গঠনে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মননের উৎকর্ষ নির্মাণে লেখকদের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন গৌতম পাল। আধুনিক শিক্ষাই অনুন্নত সমাজের মুক্তির একমাত্র পথ বলে মনে করেন তিনি। বাঙালির দুই মুখ্য সম্প্রদায়ের দুই প্রধান উৎসব ঈদ ও শারদোৎসবকে সামনে রেখে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও মিলনের জয়গান গেয়েছেন উদার আকাশ পত্রিকা।

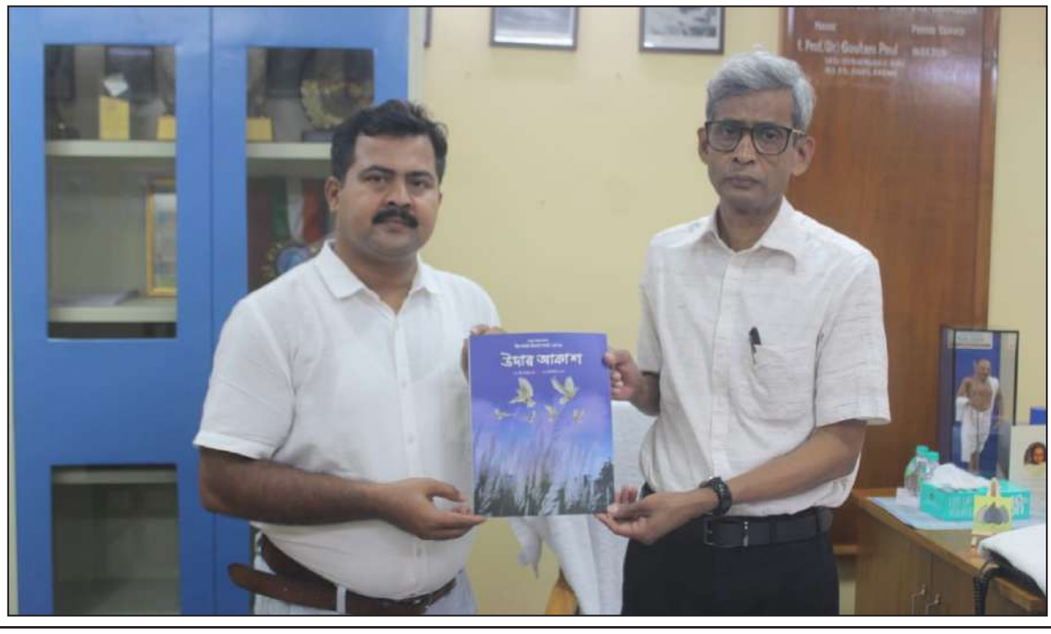

সম্পাদক ফারুক আহমেদ বলেন, উদার আকাশ ঈদ শারদ উৎসব সংখ্যায় একগুচ্ছ কবিতা লিখেছেন কবি সুবোধ সরকার। ব্রাত্য বসুর দুটি নাটক নিয়ে আলোচনা করেছেন বর্ণালি হাজরা। বাঙালি জীবনে প্রত্যাশা ও নিরাশা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন মইনুল হাসান। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কলম ধরেছেন তরুণ মুখোপাধ্যায়, মহিউদ্দিন সরকার, অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শুভেন্দু মণ্ডল, প্রমথনাথ সিংহ রায়, সোমা দেব, মিলন মণ্ডল, রাধামাধব মণ্ডল, শান্তনু প্রধান, মোঃ মনিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ শামসুল আলম, জহির উল ইসলাম, ইয়াসমিন নেহার, তানবীর শরীফ রব্বানী, আজিজুল হক মণ্ডল, তানজিলা আখতার প্রমুখ।

সম্পাদকীয়তে কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর বিদ্রোহী কবিতার শতবর্ষ নিয়ে বিশেষ আলোকপাত করেছেন উদার আকাশ সম্পাদক ফারুক আহমেদ।

বিশেষ অফার সহ লঞ্চ হল বহুল প্রতীক্ষিত ক্রোমা এলইইডি

বিজনেজ ডেস্ক: বহুল প্রতীক্ষিত অফার সহ দুর্গা পুজো উদযাপনের কথা ঘোষণা করল ক্রোমা এলইইডি টিভি। কলকাতা, আসানসোল, ভুবনেশ্বর, ধানবাদ এবং জামশেদপুরের সমস্ত ক্রোমা স্টোরে এবং croma.com-এ এই অফারটি ৫ অক্টোবর পর্যন্ত বৈধ। ক্রোমার ৫৫ ইঞ্চি এলইইডি টিভির দাম ৩৩,৯৯০ টাকা।

ক্রোমা অ্যাড ফিল্মের গল্পটি শুরু হয় এক ঠাকুমাকে দিয়ে। যিনি তাঁর মোবাইলের ছোট স্ক্রিনে কিছু দেখার চেষ্টা করছেন। আর তাঁর নাতি গেম খেলার জন্য তাঁর ফোনটা নিতে চায়। ঠাকুমা বিরক্ত হয়ে ফোনটা দিয়ে চলে যান রেডি হতে। নইলে তাঁর আর পরিবারের সঙ্গে ঠাকুর দেখা হবেনা। কিছুক্ষণ পরেই তিনি খুব খুশি হন যখন তাঁর বাড়িতে লাল টি-শার্ট পরা কর্মীরা একটি ক্রোমা টিভি নিয়ে আসে। যাতে তিনি বাড়ীতে বসেই ক্রোমা টিভির মাধ্যমে প্যান্ডাল হপিং দেখতে পারেন।

ক্রোমা টিভির লাকি ড্র-তে ক্রেতারা ইয়াস দ্বীপ, আবুধাবি বা কলকাতায় চার রাতে আন্তর্জাতিক ট্রিপের সুযোগ পাবেন। এছাড়াও রয়েছে প্রতিদিন ১০,০০০ টাকার গিফট ভাউচারসহ, আরও অনেক কিছু জেতার সুযোগ। ক্রোমা-ইনফিনিটি রিটেইল লিমিটেডের এমডি ও সিইও মিঃ অভিজিৎ মিত্র বলেন, দুর্গাপুজোয় আমরা গ্রাহকদের আনন্দ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

টাটা টি গোল্ড নিয়ে এসেছে স্থানীয়ভাবে ডিজাইন করা উৎসব সংস্করণ সিরিজ

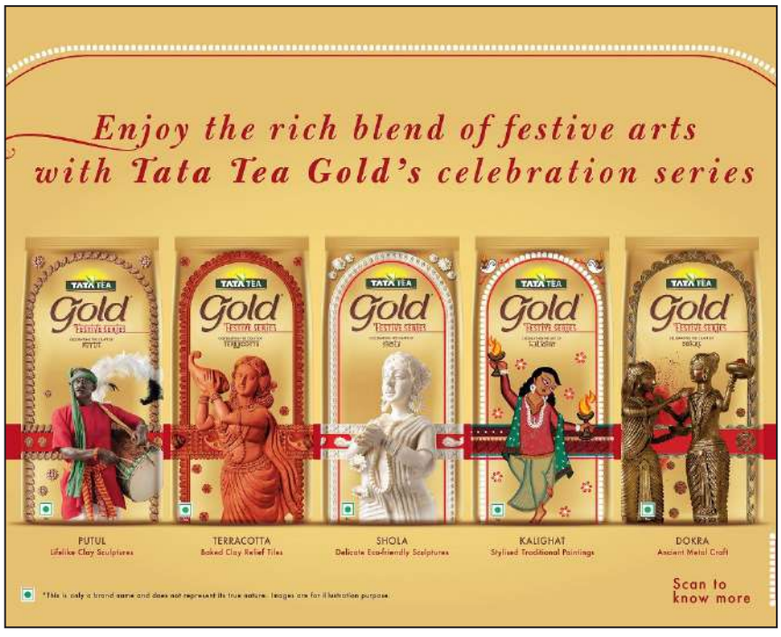

বিজনেজ ডেস্ক: উৎসবের মেজাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রিয় চায়ের ব্র্যান্ড টাটা টি গোল্ড লঞ্চ করল ১৫টি উৎসব সংস্করণ প্যাকেটের এক বিশেষ সিরিজ, যার অনুপ্রেরণা হল বাংলার কারিগরদের হাতে তৈরি এই রাজ্যের সমৃদ্ধ 'শিল্পকলা'। এই উদ্যোগের মাধ্যমে টাটা টি গোল্ড শুধু দুর্গাপুজোই উদযাপন করছে না, গোটা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন প্রাণবন্ত শিল্পধারার প্রচারও করছে। উৎসব প্যাকের ডিজাইনের মাধ্যমে টাটা টি গোল্ড কারিগরদের সূক্ষ্ম নৈপুণ্যকে জীবন্ত করে তুলছে। টাটা টি গোল্ডের ক্যাম্পেনের উদ্দেশ্য সাংস্কৃতিকে ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জানানো এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্তরে যেসব শিল্পধারা রয়েছে সেগুলির উদযাপন করা।

এই সীমিত সংখ্যার প্যাকেটগুলো পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি আলাদা আলাদা ভৌগোলিক অঞ্চলের পাঁচটি শিল্পধারার অনুপ্রেরণায় তৈরি হয়েছে। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের বহরমপুরের শোলার কাজ, পূর্ব বর্ধমানের ডোকরা কারিগরদের গ্রামের ডোকরা শিল্প, বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্প, কালীঘাটের শিল্পের শিকড় রয়েছে নয়া, পিংলা ও পশ্চিম মেদিনীপুরে, আর কৃষ্ণনগরের জনপ্রিয় মাটির পুতুলগুলি তৈরি হয়েছে পুতুলপট্টি, ঘূর্ণি ও কৃষ্ণনগরে। অনন্য ডিজাইনের এই উৎসব প্যাকগুলির সম্ভার তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ৫ জন স্বনামধন্য কারিগরের যৌথ প্রচেষ্টায়।

তাঁরা ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পুজো উদযাপনের ৫ টি বিশেষ দিনের আনন্দ ও সারবস্তুকে তুলে ধরেছেন। নতুন দুর্গাপুজো ক্যাম্পেন সম্পর্কে পুনীত দাস, প্রেসিডেন্ট – প্যাকেজড বেভারেজেস (ইন্ডিয়া অ্যান্ড সাউথ এশিয়া), টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস, বললেন "সীমিত সংখ্যক উৎসব প্যাকগুলো স্থানীয় আর্ট ডিজাইনগুলোকে সুদৃশ্য গোল্ড প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে সজীব করে তোলে এবং এই প্রাণবন্ত উৎসব যে উচ্ছ্বাস তৈরি করে তাকেও উদযাপন করে।"

সোনির বহু-প্রতীক্ষিত নতুন হেডফোন

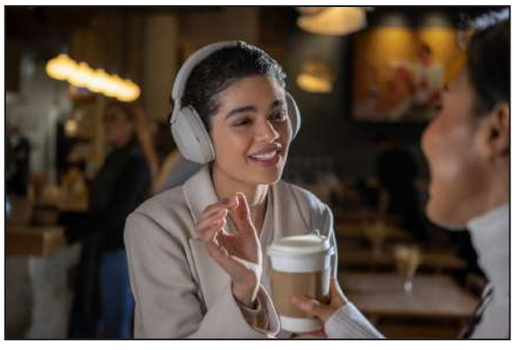

বিজনেজ ডেস্ক: ডব্লিউএইচ-১০০০এক্সএম৫ – সোনি ইন্ডিয়া লঞ্চ করল তাদের এই বহু-প্রতীক্ষিত হেডফোন। এই হেডফোনটি একইসঙ্গে দুইটি ডিভাইসের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে। ডব্লিউএইচ-১০০০এক্সএম৫ হেডফোন গুগলের নতুন ফাস্ট পেয়ার ফিচারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যা সহজেই অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসের সঙ্গে যুক্ত করা যায়।

সোনির ১০০০এক্সএম ফ্যামিলিতে নতুন সংযোজন হিসেবে আসা এই হেডফোনে রয়েছে সোনির সুবিখ্যাত অডিয়ো কোয়ালিটি। ডব্লিউএইচ-১০০০এক্সএম৫ ওভার-ইয়ার হেডফোন পাওয়া যাবে সকল সোনি সেন্টার, মুখ্য ইলেক্ট্রনিক স্টোর্স ও ই-কমার্স পোর্টালগুলি থেকে। সোনি ইন্ডিয়া তাদের নতুন হেডফোনের জন্য বিশেষ প্রি-বুকিং অফার এনেছে। এমআরপি ৩৪৯৯০ টাকার ডব্লিউএইচ-১০০০এক্সএম৫ হেডফোনটি বিশেষ উদ্বোধনী মূল্য ২৬৯৯০ টাকায় বুক করতে পারবেন গ্রাহকরা। ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত এই অফার চালু থাকবে।

'প্রিয়পুজোর' গৌরবময় দশ বছর পূর্ণ বার্জার পেইন্টসের

বিজনেজ ডেস্ক: ভারতের শীর্ষস্থানীয় পেইন্টস কোম্পানী বার্জার পেইন্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড দুর্গা পূজা উপলক্ষে তাদের বিশেষ উদ্যোগ "প্রিয়পুজো ২০২২" এর দশম সংস্করণ উন্মোচনের জন্য তৈরি। বার্জার পেইন্টসের এই প্রিয়পুজো-র মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন বিভাগ জুড়ে সেরা দুর্গা পূজা প্যান্ডেল নির্বাচন জন্য সাধারণ জনগণকে সামিল করা। ২০১২ সালে বার্জার পেইন্টস এই উদ্যোগটি শুরু করে। এই বছর দশ বছর পূর্ণ হওয়ায় বার্জার পেইন্টস এই বছরটিকে পূর্ণাঙ্গ মাইলফলক বছরে পরিণত করতে এক গুচ্ছ অনুষ্ঠান হাতে নিয়েছে।

বার্জার পেইন্টসের কাছে এই বছর উদযাপনটি বিভিন্ন কারণে বিশেষ। যদিও "প্রিয়পুজো"-র অধীন সমস্ত কার্যক্রমের লক্ষ্য হল সবাইকে একত্রিত করা এবং বাংলার সবচেয়ে বড় উৎসব উদযাপন করা। তবু "ভিন্ন চোখে অন্য পুজো" নামে এই উদ্যোগটি বরাবরই বিশেষ। যেহেতু দুর্গা পুজো হল এমন একটি উৎসব যা সব ধরনের বৈষম্য ও ভেদাভেদ দূরে সরিয়ে সবাইকে একত্রিত করে। একসাথে কেনাকাটা করা থেকে শুরু করে পুরো পুজো প্রিয়জনের সাথে কাটানো পর্যন্ত। দুর্গাপূজা সকলের মধ্যে আত্মীয়তার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। সবাই যেন এই সময় উৎসবের অংশ হয়ে ওঠে। তাই একতা এবং অন্তর্ভুক্তির চেতনা বাড়াতে বার্জার পেইন্টস কলকাতায় বৃদ্ধাশ্রম এবং অনাথ আশ্রম পরিদর্শন করেতে প্রস্তুত। এই কার্যকলাপের মাধ্যমে বার্জার পেইন্টস নিশ্চিত করতে চায় যে এই উৎসবের ছোঁয়া থেকে যেন কেউ দূরে না থাকে। একটি বিশেষ কারণ ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে বার্জার পেইন্টসের প্রিয়পুজোর অন্তর্গত "ভিন্ন চোখে অন্য পুজো"-র মাধ্যমে একই উৎসবকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বিভিন্ন উদযাপনের ধরনের ওপর আলোকপাত করে। এ ব্যাপারে বিস্তারত জানতে বার্জার প্রিয়পুজো ওয়েবসাইট (www.bergerpriyopujo.com) এ চোখ রাখতে হবে। বার্জার পেইন্টস ইন্ডিয়া লিমিটেডের এমডি এবং সিইও অভিজিৎ রায় বলেন, "বার্জার পেইন্টস সবসময়ই অন্তর্ভুক্তির ধারণাকে প্রচার করেছে এবং প্রিয়পুজোর মতো প্রচারণার মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছে। প্রিয়পুজোর দশ বছর পূর্ণ উপলক্ষে আমরা সারা বাংলা এবং তার বাইরেও সকলের কাছ থেকে ভালবাসা এবং সমর্থন পেয়ে গর্বিত। পূজা আবাসন থেকে শুরু করে শিল্পী থেকে টলিউড তারকা, বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করেছেন আমরা তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। বার্জার পেইন্টসের এই প্রচারাভিযানটি বিশেষ ভাবে সফল। কারণ গত এক দশক ধরে এই দুর্গা পুজোর সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের জীবনযাপন পদ্ধতি তুলে ধরেছে বার্জার পেইন্টস। ব্র্যান্ডের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতি রেখে, প্রিয়পুজো একতার ধারণা প্রচার করে। দশম বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ কার্যকলাপ হল প্রিয়পুজোর হোস্টের সাথে বৃদ্ধাশ্রম এবং অনাথ আশ্রমগুলি পরিদর্শন করা। যে ভাবে তাঁরা আমাদের সহযোগীতা করেছে সেজন্য প্রতি বছরের মতো এবছরও আমরা কলকাতার নাগরিকদের কাছে অসীম কৃতজ্ঞ।"

অ্যামাজনের বার্ষিক উৎসব গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল

বিজনেজ ডেস্ক: অ্যামাজন ডট ইন-এর উৎসবকালীন উদযাপন 'গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল ২০২২' অগণিত সেলার, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম বিজনেসেস' (এসএমবি) ও জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলির একগুচ্ছ ডিল ও অফার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এইসময় সেরা ব্র্যান্ডগুলির বিভিন্ন ক্যাটাগরির বিপুল পণ্যসম্ভারে গ্রাহকরা পাবেন আকর্ষণীয় ডিলের সুযোগ। গ্রাহকরা অ্যামাজন লঞ্চপ্যাড, অ্যামাজন সহেলি, অ্যামাজন কারিগর ইত্যাদি অ্যামাজনের বিভিন্ন প্রোগ্রামের সেলারদের প্রোডাক্টের সম্ভার এবং নামী ইন্ডিয়ান ও গ্লোবাল ব্র্যান্ডসমূহের পণ্যসম্ভার থেকেও কেনাকাটার সুবিধা পাবেন। এছাড়াও এসএমবি-গুলির তরফেও পাবেন আকর্ষণীয় অফারের সুবিধা।

গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল চলাকালীন গ্রাহকরা তাদের কেনাকাটার ক্ষেত্রে এসবিআই-সহ বিভিন্ন অগ্রণী পার্টনার ব্যাংকগুলির অফারের সুযোগ নিতে পারবেন। গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যালে ১১ লক্ষেরও বেশি সেলার অ্যামাজন ডট ইন-এ অসংখ্য প্রোডাক্ট পেশ করছেন গ্রাহকদের জন্য, যেগুলি মধ্যে থাকছে ভারতীয় এসএমবি ও লোকাল শপগুলির নানারকম অভিনব প্রোডাক্ট। গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যালে ২০০০-এরও বেশি প্রোডাক্ট লঞ্চ হবে এবং প্রচুর টপ ব্র্যান্ডের পণ্য থাকবে।গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল চলাকালীন গ্রাহকরা ৭৫০০ টাকার পুরস্কার জয়ের সুযোগ পাবেন। এজন্য তাদের শুধু 'অ্যামাজন পে' ব্যবহার করে অ্যামাজন ডট ইন-এ কেনাকাটা করতে হবে বা বিল পেমেন্ট, ফোন রিচার্জ অথবা টাকা জমা করা ও পাঠানোর মতো কাজ করতে হবে। এভাবে ফেস্টিভ ডিলের সুবিধার মাধ্যমে প্রাপ্ত পুরস্কার গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যালে কেনাকাটার জন্য ব্যয় করা যাবে। প্রথম যারা 'অ্যামাজন পে' ব্যবহার করে বিল পেমেন্ট, রিচার্জ ইত্যাদি করবেন তারা ৫০ টাকা ক্যাশব্যাক পাবেন। অ্যামাজনে লেনদেন করার ক্ষেত্রে গ্রাহকরা তাদের পছন্দ অনুসারে আটটি ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন।

ভিআই বিজনেস-ট্রিলিয়ান্ট পার্টনারশিপ

বিজনেজ ডেস্ক: ট্রিলিয়ান্টের সাথে পার্টনারশিপ করল ভারতের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেড (ভিআইএল)-এর এন্টারপ্রাইজ শাখা ভিআই বিজনেস। এই পার্টনারশিপ দেশের উন্নত মিটারিং পরিকাঠামো (এএমআই) কে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ওয়ান স্টপ সলিউশন।

Trilliant/ ট্রিলিয়ান্টের সাথে সহযোগিতা ভিআই বিজনেসকে তার ইউনটিসুইট হেড এন্ড সিস্টেমকে(এইচইএস)-এর বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা লাভ করবে। যা আইএস ১৫৯৫-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং দৈনিক মিটার রিড ও ব্যবধান ডেটা দুটিতেই সক্ষম। এছাড়া এই পার্টনারশিপ ডিসকমকে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক দৃশ্যমানতা, অপারেশনের স্বচ্ছতা এবং জটিল এএমআই প্রকল্পগুলির এসএলএ পরিচালনার অফার করে।

ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেডের চিফ এন্টারপ্রাইজ বিজনেস অফিসার অরবিন্দ নেভাতিয়া বলেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস Trilliant/ ট্রিলিয়ান্টের সাথে ভিআই বিজনেসের এই পার্টনারশিপ আমাদেরকে একটি বিরাট স্কেলে এএমআই প্রকল্প স্থাপনে সাহায্য করবে।

ডিসিবিএল ও ডিজিএমএস-র যৌথ উদ্যোগে মাইনস সেফটি উইক

বিজনেজ ডেস্ক: ভারতের নেতৃস্থানীয় সিমেন্ট কোম্পানি ডালমিয়া সিমেন্ট (ভারত) লিমিটেড (ডিসিবিএল)ভারত সরকারের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ মাইন সেফটি (ডিজিএমএস)-এর সাথে পার্টনারশীপের মাধ্যমে গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত ১৮ তম উত্তর পূর্ব গ্র্যান্ড মেটালিফারাস মাইনস সেফটি উইক সফলভাবে শেষ করেছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইনস সেফটি ইস্টার্ন জোনের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল উজ্জ্বল তাহ।

ডিজিএমএস সেফটি সপ্তাহে এই অঞ্চলের শিল্প সম্প্রদায়ের অংশগ্রহন ছিল উল্লেখযোগ্য। যার মধ্যে ১৭টি মাইনিং কোম্পানির ২৫০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। অসমের উমরাংসোতে ডিসিবিএল-এর যমুনানগর চুনাপাথর খনি ২০১৯-২০ সালে এনই ধাতব খনি সুরক্ষা সপ্তাহে প্রথম পুরস্কার এবং ২০১২-২০ সালে এনই ধাতব খনি সুরক্ষা সপ্তাহে তৃতীয় পুরস্কার জেতে। এছাড়াও বিভিন্ন ট্রেড টেস্ট প্রতিযোগিতায় তারা ১৩টি স্বতন্ত্র পুরস্কারও পেয়েছে।

গুয়াহাটি অঞ্চলের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ মাইন সেফটি, বলেছেন মাইন সেফটির ডিরেক্টর অফ মাইনস সেফটি ইয়োহান ইয়েজেরলা বলেন, ১৮ তম এনই মেটালিফেরাস মাইন সেফটি সপ্তাহ ২০২১ সফলভাবে উদযাপন করতে পেরে আমরা গর্বিত।

কলকাতায় ডুজের ডেলিভারি অ্যাপ

বিজনেজ ডেস্ক: অ্যালকোহল ডেলিভারি অ্যাপ লঞ্চ করল ডুজ। বিয়ার, ওয়াইন এবং স্পিরিট দ্রুত এবং সুবিধাজনক হোম ডেলিভারির প্রতিশ্রুতি দেয় ডুজ। প্রিমিয়াম বিয়ার, ওয়াইন এবং স্পিরিটের ৩০০ টিরও বেশি বিকল্প সহ অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়গুলির বিস্তৃত নির্বাচন অফার করে। উল্লেখ্য, এই অ্যাপটি ৪৯ টাকায় ফ্ল্যাট ডেলিভারিতে ৬০ মিনিটের মধ্যে কলকাতা জুড়ে তার ডেলিভারি নিশ্চিত করে।

ডুজ-এর দলটি এলকো-বেভ শিল্পে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং ভোক্তাদের আচরণ সম্পর্কে বোঝাপড়া নিয়ে এসেছে। যাতে কলকাতার ভোক্তাদের জন্য অ্যালকোহল ডেলিভারির একটি মার্কেটপ্লেস দেওয়া হয়। দ্রুত এবং নিরাপদ অ্যালকোহল ডেলিভারি সহ গ্রাহকদের জন্য অ্যাপটি একটি নকশা অফার করে। উল্লেখ্য, ভোক্তাদের নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের জন্য পানীয়ের একটি কিউরেটেড তালিকা প্রদান করে ডুজ। শুধু তাই নয় এআই সক্ষম কেওয়াইসি যাচাইকরণের মাধ্যমে আইনি মদ্যপানের বয়স (এলডিএ) চেকের মতো নিরাপত্তা প্রোটোকলগুলিও নিশ্চিত করে ডুজ।

ডুজ-এর ডিরেক্টর শিখিরমাগান বলেন, উৎসবের মরসুমে মাত্র ৪৯ টাকায় অ্যালকোহল ডেলিভারির অফারটি আনতে পেরে আমরা খুশি।

এক ক্লিকেই-ইনভয়েস তৈরি করবে ট্যালি সলিউশন

বিজনেজ ডেস্ক: ট্যালি সলিউশন হল এমন একটি প্রযুক্তি যা ট্যালিপ্রাইমের মাধ্যমে দার্জিলিং-এর এমএসএম ই-র এক ক্লিকেই-ইনভয়েস তৈরি করতে পারবে। সংস্থাটি দার্জিলিং জুড়ে ব্যবসাগুলিকে সংশোধনের বিষয়ে শিক্ষিত করার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা নিচ্ছে। উল্লেখ্য, এই ট্যালি সলিউশন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের জিএসটি রেজিস্টারড ব্যবসার টার্নওভার ১০ কোটি বা তার বেশি।

দার্জিলিং-এ এমএসএমই-এর জন্য একটি ৩৬০-ডিগ্রি শিক্ষামূলক প্রচারাভিযান চালু করেছে। যা কয়েক হাজার ব্যবসার ই-ইনভয়েসিং, ই- ওয়ে বিল, অডিট ট্রেইলের বুঝতে সাহায্য করবে। শুধু তাই নয় ব্যবসায়িক উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহারকেও বুঝতে সাহায্য করবে।

ইস্ট জোন ট্যালি সলিউশনের জেনারেল ম্যানেজার অর্চন মুখার্জি বলেন, দার্জিলিং আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার বাজারগুলির মধ্যে একটি। তাই

আমরা এই অঞ্চলের হাজার হাজার ব্যবসায়ী এবং শিল্পকে সহায়তা ও শিক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা নিচ্ছি।

ফ্লিপকার্ট হেলথ+অ্যাপে পাওয়া যাবে মেডিসিন

বিজনেজ ডেস্ক: ফ্লিপকার্ট, ভারতের স্বদেশী ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস, ফ্লিপকার্ট হেলথ+ এর মাধ্যমে মেডিসিন চালু করার ঘোষণা করেছে। এটি লক্ষ লক্ষ গ্রাহকদের সাশ্রয়ী মূল্যে ওষুধ, সুস্থতা পণ্য এবং স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের অ্যাক্সেস দেয়। ভারত জুড়ে গ্রাহকরা এখন কয়েক মিনিটের মধ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে এবং আসল ওষুধ এবং স্বাস্থ্যসেবা পণ্যগুলির অর্ডার করতে পারবে।

ফ্লিপকার্টের বিশ্বস্ত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে, সম্প্রতি পরিবর্তিত ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেসের সাথে, গ্রাহকরা ওষুধ এবং স্বাস্থ্য সরবরাহের জন্য কেনাকাটায় অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারে। গ্রাহকরা তাদের দোরগোড়ায় আসল এবং বিশ্বস্ত ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যের অ্যাক্সেসে নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, ফ্লিপকার্ট হেলথ+ অ্যাপ যা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ওষুধের প্রাপ্যতাকে শক্তিশালী করে তার বিক্রেতাদের গুণমান পরীক্ষা করার জন্য সতর্কতামূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে বাধ্য করেছে।

দেশে ইন্টারনেটের বর্ধিত অনুপ্রবেশ, মোবাইল-প্রথম ভোক্তাদের আচরণ, ডিজিটাল পেমেন্ট পরিকাঠামোর উন্নতি এবং বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের ফলে, গ্লোবাল ই-এর তুলনায় ই-ফার্মাসি শিল্প প্রায় ৪০-৫০% সিএজিআর -এ বৃদ্ধি পাবে আশা করা হচ্ছে। -ফার্মেসি বাজারগুলি যা প্রায় ১৫-২০% এর সিএজিআর -এ বাড়বে আশা করা হচ্ছে। ফ্লিপকার্ট হেলথ+-এর সিইও প্রশান্ত জাভেরি বলেছেন, "বিঘ্নকারী প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী সমাধানের মাধ্যমে, আমরা আগামী দিনের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ইকোসিস্টেমকে ডিজিটাইজ করার জন্য ফার্মেসি, স্বাস্থ্যসেবা এবং ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি এবং পলিসি মেকারসদের সাথে আগামি দিনে ভালো রিলেসনের জন্য কাজ করছি।

অ্যাওয়ারনেস এবং স্ট্রাটেজি ঘোষণা আরএলজি-র

বিজনেজ ডেস্ক: শীর্ষস্থানীয় বৈশ্বিক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা আরএলজি সিস্টেমস ইন্ডিয়া ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির অ্যাওয়ারনেস এবং স্ট্রাটেজি প্রোগ্রাম ঘোষণা করেছে। এছাড়া কোম্পানির ফ্ল্যাগশিপ ক্যাম্পেনের অধীনে কালেকশন ড্রাইভ প্রোগ্রাম ক্লিন টু গ্রীন/সি টু জি প্রোগ্রামও লঞ্চ করেছে। উল্লেখ্য, এই আরএলজি হল মিউনিখ-হেড কোয়াটারস রিভার্স লজিস্টিকস গ্রুপের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

আরএলজি-র লক্ষ হল ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, ব্যাঙ্ক গ্রাহক, খুচরা বিক্রেতা, রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (আরডব্লিউএএস), ডিলার এবং অনানুষ্ঠানিক সেক্টর, ছড়িয়ে পড়া ও বিভিন্ন শ্রোতাদের কাছে পৌঁছানো। এছাড়া এই ক্যাম্পেনটির মাধ্যমে নিরাপদ ই-বর্জ্য সংগ্রহ ও নিষ্পত্তি সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া।

আরএলজি-র সিস্টেম ইন্ডিয়ার এমডি রাধিকা কালিয়া বলেন, ই-বর্জ্য পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছি।

কোয়ালিটি ওয়ালস-এর 'নলেন গুড় কাপ'

বিজনেজ ডেস্ক: কলকাতা ও তার মানুষজনকে দুর্গাপুজো যেভাবে একত্রিত করে তোলে, তা আর কোনও কিছু পারে না। এই উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতে কোয়ালিটি ওয়ালস নিয়ে এসেছে বাংলার নিজস্ব মিষ্টির স্বাদে-গন্ধে ভরা লিমিটেড-এডিশন 'নলেন গুড় কাপ'। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে লঞ্চ করা এই নলেন গুড় কাপ হল কলকাতার সংস্কৃতি ও খাদ্যের ইতিহাসের প্রতি কোয়ালিটির শ্রদ্ধাঞ্জলী।

উৎসবের আনন্দ আরও বাড়িয়ে তুলতে কলকাতায় এই প্রথম কোয়ালিটি ওয়ালস ৫০০টি ড্রোন নিয়ে এক 'ড্রোন, লাইট অ্যান্ড মিউজিক শো'র আয়োজন করতে চলেছে। এই শো-এর মাধ্যমে উদযাপন করা হবে বাংলার সংস্কৃতি ও কোয়ালিটি ওয়ালসের পক্ষ থেকে আনা নতুন মিষ্টির আবির্ভাব। একটি বিশেষ সাঙ্গীতিক অনুষ্ঠানও আয়োজিত হবে এই উপলক্ষে।উল্লেখ্য, এবছরের প্রথম দিকে দুর্গা পুজোকে ইউনেসকো'র পক্ষ থেকে এশিয়ার প্রথম উৎসব হিসেবে 'ইন্ট্যাঙ্গিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি' তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এবার এই প্রথম কলকাতা এক উৎসবকালীন ড্রোন শো'র সাক্ষী থাকবে। বাগবাজার থেকে এই শো সোস্যাল মিডিয়ায় লাইভ স্ট্রিম করা হবে ১ অক্টোবর রাত ৯-৩০ থেকে, যা সকলের হৃদয় জয় করে নেবে।

ন্যাশনাল রাগবি টিমের প্রতিনিধিত্ব করবে সরস্বতীপুর চা বাগান

বেলাকোবাঃ ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর গুজরাটের আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত ৩৬তম জাতীয় রাগবি সেভেন প্রতিযোগিতায় বাংলার বারোজন মহিলাকে নিয়ে একটি দল ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে নয়জন মহিলা রাজগঞ্জ বক্কের সরস্বতীপুর চা বাগানের এবং বাকি তিনজন কলকাতার। রাগবিতে অংশ গ্রহণ করতে ২৬ সেপ্টেম্বর দলটি আমেদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে।

বাংলার রাগবি দলের কোচ রোশন খাখা জানিয়েছেন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই রাগবি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তবে এবার করোনা পরিস্থিতির জন্য সাত বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি বলেন, টিমের ক্যাপ্টেন নিকিতা ওরাঁও এই সরস্বতীপুর চা বাগানেরই মেয়ে। এছাড়া বাকিরা হলেন- পুনম ওরাঁও, রাধিকা ওরাঁও, রিয়া ওরাঁও, রিমা ওরাঁও, চন্দনা ওরাঁও, মণিকা ওরাঁও, লক্ষী ওরাঁও এবং অনিসা ওরাঁও। সম্প্রতি পাটনাতে অনুষ্ঠিত সিলেকশন ক্যাম্পে আটটি টিমের মধ্যে রাগবি টিম নির্বাচন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, কেরল, চন্ডীগড় ও গুজরাট এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে।

আইএসএল ২০২২-২৩ অংশ নেওয়া দলের তালিকা:

(১) এটিকে মোহনবাগান এফসি
(২) চেন্নায় এফ সি
(৩) বেঙ্গালুরু এফসি
(৪) হায়দারাবাদ এফ সি
(৫) মুম্বাই সিটি এফ সি
(৬) জামশেদপুর এফসি
(৭) কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি
(৮) ইমামি ইস্ট বেঙ্গল
(৯) নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি
(১০) ওড়িশা এফ সি
(১১) এফ সি গোয়া

কোচবিহার জেলা পুলিশ আয়োজিত ম্যারাথনে জয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হল বীর চিলা রায় ট্রফি

স্পোর্টস ডেস্কঃ গত ২৮ সেপ্টেম্বর কোচবিহার জেলা পুলিশ আয়োজিত ১০ কিমি দূরত্বের মূলপর্বের ম্যারাথনে জয়ী প্লেয়ারদের হাতে তুলে দেওয়া হল বীর চিলারায় ট্রফি। ফাইনালে মহিলা বিভাগে প্রথম হন ঘোকসাডাঙ্গা থানার সাবিত্রী মন্ডল,দ্বিতীয় হন কুচলিবাড়ি থানার পূজা রায় এবং তৃতীয় হন হলদিবাড়ি থানার সাবিনা সরকার। অন্যদিকে পুরুষ বিভাগে প্রথম হন হলদিবাড়ি থানার রতন বর্মন,দ্বিতীয় হল কোতয়ালি থানার রমজান আলি ও তৃতীয় হন শীতলখুচি থানার আতোয়ার মিয়াঁ। ওপেন ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন রুপন দেবনাথ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন যথাক্রমে আশিক খাখা ও দুলু সরকার। রাজারহাট থেকে শুরু হয়ে এদিনের ম্যারাথন কোচবিহার পুলিশ লাইন মাঠে এসে শেষ হয়। বিজয়ীদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন রাজ্য পুলিশের আই জি (উত্তরবঙ্গ) ডিপি সিং, ডি আই জি (জলপাইগুড়ি রেঞ্জ) সি সুধাকর ও কোচবিহারের পুলিশ সুপার সুমিত কুমার প্রমুখ। এর আগে কোচবিহার জেলার প্রতিটি থানা এলাকাতেই এই ম্যারাথানের প্রাথমিক পর্ব হয়েছিল।আর সেই প্রাথমিক পর্বের বিজয়ীদের নিয়েই এই ফাইনাল পর্বের ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহার জেলা পুলিশ আয়োজিত বীর চিলা রায় ট্রফির ম্যারাথন প্রতিযোগিতা পুরো জেলায় বেশ সারা জাগায়।

চ্যাম্পিয়ন আনন্দ সংঘ

স্পোর্টস ডেস্ক: চালসার মাথাচুলকা বড়দিঘি বস্তি জুনিয়র বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব আয়োজিত মহম্মদ বছির উদ্দিন আহমেদ ও মহম্মদ মফিজুদ্দিন ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল তেসিমলা আনন্দ সংঘ। ফাইনালে তারা ৫-০ গোলে পর্যদুস্ত করে দক্ষিণ ধূপঝোরা আদর্শ ক্লাবকে। আনন্দ সংঘের আমির হোসেন জোড়া গোল করেন। বাকি গোলগুলি করেন কুণাল ওঁরাও, সাদ্দাম হোসেন ও রোশন ওঁরাও। রাকিব হোসেন ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন। প্রতিযোগিতার সেরা নির্বাচিত হন মহম্মদ খুরশিদ। সেরা গোলপিকার নির্বাচিত হন রোহিত রায়। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে ট্রফি ও নগদ অর্থ দেওয়া হয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন হল ডুয়ার্স রেড

স্পোর্টস ডেস্ক: ডুয়ার্স চ্যালেঞ্জার ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ডুয়ার্স রেড দল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাব মাঠে ফাইনালে তারা ৬৪ রানে ডুয়ার্স গ্রিন দলকে পরাজিত করে। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ডুয়ার্স রেড দল ১৫.২ ওভারে ১২২ রানে অল আউট হয়। তুষার সাহা সর্বোচ্চ ২৩ রান করেন। অন্যদিকে ডুয়ার্স গ্রীনের আয়ুষ সরকার ২৩ রানের বিনিময়ে ৫ উইকেট নেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ডুয়ার্স গ্রীন ১৪.৪ ওভারে মাত্র ৫৮ রানে অল আউট হয়ে যায় ডুয়ার্স গ্রীনের সায়েল সরকার একাই ৩৬ রান করেন। ডুয়ার্স রেডের বীরু দাস ১৬ রানের বিনিময়ে ৫ উইকেট তুলে নেন। ফাইনালের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হল ডুয়ার্স গ্রীনের আয়ুষ সরকার। প্রতিযোগিতার সেরা নির্বাচিত হন ডুয়ার্স রেডের বীরু দাস।

মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন গঙ্গারামপুর ইয়ুথ ক্লাব

শিলিগুড়িঃ শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন হল গঙ্গারামপুর ইয়ুথ ক্লাব। নৈশালোকে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় সঞ্জনা কেরকাট্টার হ্যাট্রিকের সুবাদে ৩-০ গোলে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারিয়ে তারা সেরার শিরোপা জিতে নেয়। ফাইনালে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন সঞ্জনা কেরকাট্টা। অন্যদিকে প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে মতি স্পোর্টিং ক্লাব। তারা ৩-১ গোলে আঠাড়োখাই সরোজিনী সঙ্ঘকে পরাজিত করে। ফাইনালে পুরস্কার তুলেদেন মহকুমা ক্রীড়াপরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে।

জাতীয় গেমসে দাপট উত্তরের দুই মেয়ের

স্পোর্টস ডেস্ক: জাতীয় গেমসে সোনা জিতলেন উত্তরের দুই মেয়ে জলপাইগুড়ির স্বপ্না বর্মন ও শিলিগুড়ির পূজা প্রামাণিক। জলপাইগুড়ির স্বপ্না বর্মন ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এথলেটিক্স রুপে পরিচিত। গত এশিয়ান গেমসে হেপ্টাথলনে সোনা জিতে এশিয়ার সেরা হন স্বপ্না বর্মন। এরপর তিস্তা দিয়ে গড়িয়েছে অনেক জল। চোট আঘাত ও অন্যান্য কারনে জর্জরিত ছিলেন স্বপ্না। নিজের রাজ্যের বদলে মধ্যপ্রদেশের হয়ে জাতীয় গেমসে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। অনেকেই ভেবেছিলেন স্বপ্না বুঝি শেষ। কিন্তু সব কিছুকে ভুল প্রমান করে এবারের জাতীয় গেমসে হাই জাম্প ও হেপ্টাথলন থেকে দুটি সোনা জয় করেন স্বপ্না বর্মন। যেহেতু স্বপ্না মধ্যপ্রদেশের হয়ে অংশ নিয়েছিলেন তাই তার দুটি সোনাই গেছে মধ্যপ্রদেশের পদক তালিকায়। অন্যদিকে শিলিগুড়ির পূজা প্রামাণিকের হাত দিয়ে জাতীয় গেমসের এথলেটিক্সের একমাত্র পদকটি আসে বাংলার। ৩৫ কিমি রোড রেসে তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ জয় করে পূজা।

মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন মোহিতনগর আকাদেমি

স্পোর্টস ডেস্ক: সাপ্টিবাড়ি ২ প্লেয়ার্স ইউনিট আয়োজিত চারদলীয় মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি মোহিতনগর ফুটবল আকাদেমি। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে দেওয়ানগঞ্জ ফুটবল কোচিং ক্যাম্পকে পরাজিত করে। মোহিতনগরের হয়ে গোল করেন সুপ্রিয়া কিসপোট্টা। প্রতিযোগিতার সেরা নির্বাচিত হন মোহিতনগরের পিয়ালী রায়। সেরা গোলপিকার নির্বাচিত হন অংকিতা টিপ্পা।

অনেক বাধা পেরিয়ে ওয়ার্ল্ড কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের ছাড়পত্র পেলেও ইতালির পথে অন্তরায় অর্থ

বেলাকোবাঃ ইতালিতে ওয়ার্ল্ড কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে রাজগঞ্জ বক্কের রাজ মিস্ত্রীর মেয়ে প্রিয়াংকা রায়। চান্দারবাড়ি গুলুকান্তরায় হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী প্রিয়াংকার স্বপ্নপূরণের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্থিক অভাব। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত ইতালি কিকবক্সিং ফেডারেশন এবং ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ কিকবক্সিং অর্গানাইজেশনর তরফে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড চাইল্ড ক্যারাটে এন্ড জুনিয়র কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসবে ইতালিতে। সেখানে ৩৭ কেজি বিভাগে অংশ গ্রহণ করবে প্রিয়াংকা।

প্রিয়াংকা প্রথমবার ২০২১সালে স্টেট লেভেলে প্রথম সোনা জেতে। তখন তাঁর বয়স মাত্র বারো বছর। ২০২২ সালে পুনেতে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল গেমসে সোনা জেতে প্রিয়াংকা। চেন্নাইতে প্রথম সিলেকশন ক্যাম্পে উত্তীর্ণ হওয়ার পর কলকাতায় দ্বিতীয় সিলেকশন ক্যাম্পে ফের সোনা জেতে প্রিয়াংকা। এরপর ১ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দার্জিলিঙ-এ অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে ইতালি যাওয়ার জন্য সিলেক্ট হয় প্রিয়াংকা।বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দেশের ৩৫ জন এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সুযোগ পেয়েছে চারজন। কোচ প্রসন্ন রায় জানান, এই খেলার সরঞ্জাম বাবদ এক থেকে দেড় লাখ টাকা খরচ হয়। সেই সামর্থ্য নেই প্রিয়াংকার বাবার। তাই কেউ যদি সাহায্য করে তবে খুব উপকার হয়। কোচ বলেন, শেষ তিন বছর কুড়িটিরও বেশি প্রতিযোগিতায় খেলেছে প্রিয়াংকা। একাধিক গোল্ড মেডেল রয়েছে তার ঝুলিতে। এই প্রথম বিদেশের মাটিতে খেলার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু আর্থিক সমস্যা প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই কেউ যদি সাহায্য করে খুব উপকার হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96